সর্বপ্রথম ত্যাগ হল --- দেহভানের ত্যাগ

বাপদাদা নিজের ত্যাগ-মূর্ত বাচ্চাদের দেখছেন। প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মা হল ত্যাগ স্বরূপ - কিন্তু যেমন ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে যে এক পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও , একরকম ভাগ্যের অধিকার প্রাপ্তি , যত্ন এবং বৃদ্ধি ইত্যাদির আধারে নম্বর আলাদা হয়ে যায়। এমন ত্যাগ-মূর্ত তো সবাই হয়েছে তবুও নম্বর অনুযায়ী পৃথকত্ব আছে । ত্যাগ করেছে এবং ব্রাহ্মণ হয়েছে কিন্তু ত্যাগের পরিভাষা হল বড়ই গুহ্য । বলার কথায় সবাই একরকম বলে যে তন-মন-ধন , সম্বন্ধ সবকিছুর ত্যাগ করেছি। কিন্তু দেহ ত্যাগ অর্থাৎ দেহ-ভানের ত্যাগ । তাহলে দেহ-ভানের ত্যাগ করা হয়ে গেছে নাকি হচ্ছে ? ত্যাগের অর্থ হল কোনো বস্তু অথবা কোনো কথা ছেড়ে দেওয়া , নিজস্ব ভাব থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া , নিজের অধিকার শেষ করা। যার প্রতি ত্যাগ করা হয় সে বস্তুটি তার হয়ে যায়। যে কথাটি ত্যাগ করা হয় তারপর সেই কথাটি সংকল্পেও উৎপন্ন হবেনা কারণ ত্যাজ্য বস্তু , সংকল্প দ্বারা প্রতিজ্ঞাকৃত কথা পুনরায় স্বীকার করতে পারবেনা । যেমন দেহ জগতের (হদের) সন্ন্যাসী নিজের ঘর-দুয়ার , সম্বন্ধ ত্যাগ করে যায় আর যদি আবার ফিরে আসে তবে তাদের কি বলা হবে ! নিয়মানুযায়ী ফিরে আসতে পারবেনা । তেমনই তোমরা ব্রাহ্মণেরা আত্মা জগতের (বেহদের) সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হয়েছ। তোমরা ত্যাগ মূর্তিরা নিজের এই পুরানো ঘর অর্থাৎ পুরানো শরীর , পুরানো দেহ-ভানের ত্যাগ করেছে , সংকল্প করেছে যে বুদ্ধি দ্বারা আবার এই পুরানো ঘরের দিকে আকৃষ্ট হবেনা । সংকল্প দ্বারা ফিরে আসবেনা। সর্বপ্রথমে এই ত্যাগ করেছ তাইতো বলো দেহ সহ দেহের সম্বন্ধের ত্যাগ । দেহ-ভানের ত্যাগ । পুরাতন ত্যাজ্য গৃহে ফিরে আসো না তো ! কি কথা দিয়েছ ? দেহটি তোমার বলেছ - নাকি শুধু মনটি তোমার বলেছ ? প্রথম শব্দটি দেহ । যেমন তন-মন-ধন বা দেহ-মন-সম্পদ বলো , দেহ এবং দেহের সম্বন্ধ বলো। সুতরাং প্রথম ত্যাগ-টি হল কি ? এই পুরানো দেহের ভান থেকে বিস্মৃত থাকা অর্থাৎ দূরে থাকা। এই হল ত্যাগের প্রথম পদক্ষেপ । যেমন গৃহে গৃহ সম্বন্ধীয় বস্তু থাকে , তেমনই দেহ রূপী গৃহে বিভিন্ন কর্মেন্দ্রীয় গুলি হল সামগ্রী । তাহলে গৃহ-ত্যাগ অর্থাৎ সর্বস্ব ত্যাগ । গৃহ ত্যাগের পরেও যদি কোনো বস্তুর প্রতি মোহ রয়ে যায় তবে কি তাকে ত্যাগ বলা যাবে ? ঠিক তেমনই কোনো কর্মেন্দ্রীয় আকৃষ্ট করলে সম্পূর্ণ ত্যাগ বলা যাবে ? এইরূপ নিজের চেকিং করো। অমনোযোগী বা ঢিলেঢালা হোয়োনা যে আর সবকিছু তো ত্যাগ করেছি কোনো এক কর্মেন্দ্রীয় বিচলিত হয় সেইটি উচিত সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো একটি কর্মেন্দ্রীয়ের আকর্ষণ একমাত্র বাবার সংসৃষ্ট হতে দেবেনা । একরস স্থিতিতে স্থির হতে দেবেনা । নম্বরওয়ান হতে দেবেনা । যদি কেউ হীরে-জহরাত , মহল ইত্যাদি ত্যাগ করে কিছু মাটির বস্তুর প্রতি মোহ রাখে তখন কি হবে ? যেমন হীরা আকৃষ্ট ক'রে তেমনই মাটির বস্তু হীরের চেয়ে বেশী নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। না চাইলেও বুদ্ধি বারে-বারে সেদিকেই যাবে। তেমনই যদি কোনো কর্মেন্দ্রীয়ের আকর্ষণ রয়ে যায় তবে শ্রেষ্ঠ পদ-লাভ থেকে বারবার বঞ্চিত করবে নীচে নিয়ে যাবে। তাই পুরানো ঘর এবং পুরানো সামগ্রী সর্বের ত্যাগ করা প্রয়োজন । এমন ভেবোনা যে খুব অল্প মাত্রায় রয়েছে , সেই অল্প টুকুও অনেক ক্ষতি করতে পারে , সম্পূর্ণ ত্যাগ করা প্রয়োজন । এই পুরানো দেহটিকে বাপদাদা প্রদত্ত অমুল্য সম্পদ ভেবে চলো। সেবার কাজে লাগাতে হবে। এই দেহটি আমার নয় বরং সেবার কাজের জন্যে প্রাপ্ত অমুল্য সম্পদ। যেন অতিথি রূপে এই দেহে নিবাস করো। অল্প সময়ের জন্যে বাপদাদা এই দেহটি কাজে লাগাতে দিয়েছেন। তাহলে তোমরা কি

রূপে পরিণত হয়েছ ? অতিথি ! আমার -ভাবের ত্যাগ করো এবং অতিথি রূপে মহান কাজে লাগাও। অতিথির কোন্ কথাটি স্মরণে থাকে ? প্রকৃত নিবাস স্মরণে থাকে নাকি এতেই জড়িয়ে পড়ো ! সুতরাং তোমাদের সবার এই দেহ রূপী গৃহ - টিও হল ফরিস্তা-স্বরূপ , তারপর হয় দেবতা-স্বরূপ। সেইটি স্মরণে রাখো। এই পুরানো দেহে এমনভাবে বাস করো যেমন বাপদাদা পুরানো দেহের আধার স্বীকার করেন কিন্তু সেই দেহে জড়িয়ে পড়েননা। কর্মের খাতিরে আধার নিয়ে নিজের ফরিস্তা-স্বরূপে স্থিত হও। নিজের নিরাকারী স্বরূপে স্থিত হও। নির্লিপ্ত অবস্থার উচ্চ স্থিতি থেকে নীচে এসে সাকার কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কর্ম সম্পাদন করো , এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মেহমান (অতিথি) অর্থাৎ মহান। এমনভাবে বাস করো ? ত্যাগের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ ?

বাপদাদা হাস্যকর কথা শোনেন যে বর্তমানে কেউ নিজেকে কম ভাবেনা। যদি কাউকে বলা হয় যে দুইয়ের মধ্যে একজন ছোট , একজন বড় , তো কি ক'রে ! নিজেকে কম ভাবে ? কেন , কি ইত্যাদি শস্ত্র নিয়ে উল্টো শক্তি স্বরূপ ধারণ ক'রে । এই অলংকারও কিছু কম নয়। যেমন সর্ব শক্তির অলংকার রয়েছে , তেমনই মায়ার বা রাবণের ভূজাও কোনো কম নয়। শক্তিদের ভূজাধারী দেখান হয়েছে। অষ্ট ভূজাধারী , ১৬ ভূজাধারীও দেখান হয় কিন্তু রাবণের মস্তকের সংখ্যা বেশী দেখান হয় । কেন ? কারণ রাবণ রূপী মায়ার শক্তি দ্বারা সর্বপ্রথমে বুদ্ধিতে গোলযোগ আরম্ভ হয়। যে সময়ে মায়া কোনো রূপে প্রবেশ ক'রে তখন এক সেকেন্ডের মধ্যেই তার কত রূপ দেখা যায় ? কেন , কি , এইভাবে , ঐভাবে ইত্যাদি কত প্রশ্নের মাথা জন্ম নেয়। একটা কাটলে দ্বিতীয় মাথার জন্ম হয়। একই সময়ে ১০ রকমের কথা বুদ্ধিতে এসে যায়। মানে একটা কথার দশটা মাথা তৈরী হল তাইনা ! এইসব কথার অনুভব তো আছেই তাইনা ? তারপর এক-একটা মাথা নিজের রূপ দেখায়। এই ১০ টা মাথা শস্ত্রধারী রূপে পরিণত হয়।

শক্তি অর্থাৎ সহযোগী । অভিমানের মস্তক যুক্ত শক্তি নয় বরং সদা সর্ব ভূজাধারী অর্থাৎ সর্ব পরিস্থিতিতে সহযোগী । রাবণের ১০ মাথা সহ আত্মারা প্রতিটি ছোট পরিস্থিতিতেও কখনও সহযোগী হবেনা । কেন , কি , কিভাবে ইত্যাদি মাথা দ্বারা নিজের উল্টো অভিমান প্রত্যক্ষ করবে। কেন - এই প্রশ্নের মীমাংসা হলেই কিভাবে - প্রশ্ন রূপী মাথা উঁচু হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি কথার মীমাংসা করেই অন্য দ্বিতীয় কথা আরম্ভ করে দেবে। দ্বিতীয় কথাটি মিটলেই তৃতীয় কথার উৎপত্তি হবে। বারে-বারে এই বলবে এই কথাটাতো ঠিক কিন্তু এইটা কেন ? সেইটা কেন ? একেই বলা হয় একটি কথার পেছনে ১০ টি মাথা যুক্ত করার শক্তি । সহযোগী কখনই হবেনা , সর্বদা প্রতিটি কথায় বিরোধিতা করবে। তাহলে বিরোধী দল মানেই রাবণের সম্প্রদায় হয়ে গেল তাইনা । যদিও ব্রাহ্মণ রূপে পরিণত হয়েছে কিন্তু সেই সময়ে অসুরী শক্তির প্রভাবে বশীভূত হয়। আর শক্তি স্বরূপ প্রতিটি পরিস্থিতিতে , প্রতিটি কার্যে সর্বদা সহযোগী হবে। সহযোগের প্রমাণ হল ভূজা , তাই কখনও কোনো সংগঠনের কার্যে কি বলো ? নিজের নিজের আঙুলের সহযোগ দাও , একরকম সহযোগ দেওয়া হল কিনা। আঙুলের অবস্থান তো ভূজাতেই রয়েছে । সুতরাং ভূজা মানেই সহযোগের প্রমাণ চিহ্ন । তাহলে বুঝলে শক্তি রূপী ভূজা এবং রাবণের মস্তকের অর্থ । তাই নিজেকে দেখো যে সদাকালের সহযোগী মূর্ত হয়েছ ? ত্যাগ মূর্ত হতে প্রথম পদক্ষেপ ফলো ফাদার সম করেছ ? ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছ , শুনেছ - তাঁর সংকল্পে , মুখের কথায় কি ছিল ? এই হল বাবার রথ। তাহলে তোমাদের রথটি কার ? শুধুমাত্র ব্রহ্মাবাবা রথ দিয়েছেন নাকি তোমরাও রথ দিয়েছ ? ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশের পার্ট একটু আলাদা কিন্তু তোমরাও তো সবাই বলো যে এই দেহ তোমার -

আমার নয়। তোমাদের সবার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যেমন চালাবে , যেখানে বসাবে .. এইরকম কথা দিয়েছ তাইনা ? নাকি চোখ আমি চালাব বাকি বাবা চালাবেন ? কিছুটা মনমতে চলবে , কিছুটা শ্রীমতে । এমন কথা দাওনি তো ? সুতরাং কোনও কর্মেন্দ্রীয়ের বশীভূত হওয়া - শ্রীমত হল নাকি মনমত হল ? তাহলে বুঝলে ত্যাগের পরিভাষা হল কতটা গুহ্য ! তাইতো নম্বর তৈরী হয়েছে। এখন শুধুমাত্র দেহ ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। আরও অনেক বাকি আছে। ত্যাগের সিঁড়ি এখনও অনেক রয়েছে , এই তো সবে প্রথম সিঁড়ির কথা বলা হয়েছে। ত্যাগ করা মুশকিল লাগে কি ? সবাইকেই ত্যাগ করতে হবে। যদি পুরানো বস্তুর পরিবর্তে নতুন প্রাপ্ত হয় তবে আর মুশকিল কি আছে ! এখনই প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে প্রাপ্তি কোনো বড় কথা নয় , কিন্তু এখনই পুরানো দেহ-ভান ত্যাগ করে , ফরিস্তা-স্বরূপ ধারণ করো। যখন পুরানো দুনিয়ার দেহ-ভান ত্যাগ করো তখন কি রূপ ধারণ করো ? ডবল লাইট। এখনই সেই রূপে পরিণত হও। কিন্তু যখন এদিকের নও আর ওদিকেরও নও তখন মুশকিল অনুভব হয়। না-ই সম্পূর্ণ ত্যাগ করো আর না-ই সম্পূর্ণ ধারণ করো , তাই বারে-বারে দীর্ঘ শ্বাস নাও। কোনো মুশকিল কথা হলে দীর্ঘ শ্বাস নিতে হয়। মৃত্যুতে মজা আছে কিন্তু যদি সম্পূর্ণ ভাবে মরবে তবেই । নেওয়ার সময়ে বলবে পুরোটা নেব আর ত্যাগের সময়ে মাটির বাসন টুকু ছাড়বেনা তাই মুশকিল হয়। যদি কেউ মাটির বাসন রাখতে চায় তবে বাপদাদা রাখার অনুমতি দেন , বাবার কি দরকার , চাইলে রাখো। কিন্তু নিজেই বিরক্ত হয়ে যাও তাই বাপদাদা বলেন ছেড়ে দাও , ত্যাগ করো । যদি কোনো পুরানো বস্তু রাখা হয় তখন পরিণতি কি হয় ? বারবার বুদ্ধি সেদিকেই যায়। ফরিস্তা হতে পারবেনা তাই বাপদাদা হাজার হাজার মাটির বাসন দিতে পারেন - যত পারো একত্র করো কিন্তু যেখানে কিচড়া বা আবর্জনা থাকবে সেখানে কি উৎপন্ন হবে ? মশা ! আর সেই মশা কাকে কামড় দেবে ? সুতরাং বাপদাদা বাচ্চাদের কল্যাণের জন্যে বলেন পুরানো ত্যাগ করো । আধ-মরা হোয়োনা । মরতে হলে পুরোপুরি মরো , আর তা নাহলে জীবিত থাকো। মুশকিল নয় কিছুই কিন্তু মুশকিল করে দাও। কখনও মুশকিল হয়ে যায়। যখন রাবণের মাথা যুক্ত হয় তখন মুশকিল হয়। যখন ভূজাধারী শক্তি স্বরূপা হয়ে থাকো তখন সবকিছু সহজ হয়। শুধু একটি কদমের সহযোগ দিয়ে পদ্মগুণ কদমের সহযোগ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ বা কদম দেওয়ার সময়েই ঘাবড়ে যাও। প্রাপ্তি ভুলে যাও , দিতে হবে এইটাই মনে থাকে ফলে মুশকিল অনুভব হয়। আচ্ছা ।

এমন সদা সহযোগ মূর্ত , সদা ত্যাগ দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অনুভবী , প্রতিটি পদক্ষেপে ফলো ফাদার করে সদা নিজেকে অতিথি রূপে অর্থাৎ মহান আত্মা ভাবে , এমন অনন্তের সন্ন্যাসী স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

পার্টিদের সঙ্গে --- অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১. পরিস্থিতি রূপী পর্বতকে স্ব-স্থিতি দ্বারা লম্ফ দিয়ে অতিক্রম করো --

নিজেকে সদা সমর্থ আত্মা মনে করো ! সমর্থ আত্মা অর্থাৎ যে সদা মায়াকে আহ্বান করে পরাজিত ক'রে এবং বিজয়ী হয়। সদা সমর্থ বাবার সঙ্গে থাকে যারা। যেমন বাবা হলেন সর্বশক্তিমান তেমনই আমরাও হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান । সর্বশক্তি হল অস্ত্র-শস্ত্র , অলংকার , নিজেকে এমন অলংকারধারী আত্মা মনে করো ? যে সদা সমর্থ হয় সে কখনও পরিস্থিতিতে টলমল করবেনা । পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারো। যেমন বিমানে ওড়া কালীন কত পাহাড় , পর্বত , সমূদ্র পার

করে নাও , কারণ বিমান উঁচুতে উড়ছে । সুতরাং উচ্চ স্থিতি দ্বারা সেকেন্ডে পার করে নেবে। এমন মনে হবে যেন পাহাড় বা সমূদ্রকে লম্ফ দিয়ে পার করেছ। পরিশ্রম অনুভব হবেনা ।

২. কর্তৃত্ব স্বরূপ ত্যাগ করে আত্মিক নম্র স্বরূপে সত্যিকারের সেবাধারী হও:-

কুমারেরা সকলেই সর্বদা আত্মিক নম্র স্বরূপে স্থিত থাকো কি , কর্তৃত্ব ভাবের মেজাজ অনুভব হয় নাতো ? ইয়ুথ বা যুবকদের কর্তৃত্ব ভাবের অনুভব বেশী হয়। আমরা সবকিছু জানি , সব করতে পারি , এই ভাব অনুভব হয়। যৌবনের শক্তি থাকে। কিন্তু রুহানী ইয়ুথ অর্থাৎ যারা সর্বদা আত্মিক ভাবের নম্রতায় স্থির থাকে। সর্বদা নম্রচিত্ত কারণ যত নম্রচিত্ত হবে ততই নির্মাণের কার্যে সফল হবে। যখন নির্মাণে সফল হবে তখন কর্তৃত্ব ভাবের মেজাজ থাকবেনা বরং আত্মিকতার ভাবে সম্পন্ন হবে। যেমন বাবা কত নম্রচিত্ত হয়ে আসেন , তেমনই ফলো ফাদার। যদি সেবায় একটুও কর্তৃত্ব ভাবের অনুভব হয় তবে সেবা ভাব শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা - ওমশান্তি ।

বরদান :- বাবার নিকটে থাকার অনুভব দ্বারা স্বপনেও হয় বিজয়ী এমন সমকক্ষ সাথী হও (ভব)।

ব্যাখ্যা : - ভক্তি মার্গে ঈশ্বরের নিকটে থাকার জন্যে সৎসঙ্গের গুরুত্ব বলা হয়েছে। সঙ্গ অর্থাৎ নিকটে থাকা অর্থাৎ নিকটে সে-ই থাকতে পারে যে সমান হবে। যে সঙ্কল্পেও সদা সঙ্গে থাকে সে এতখানি বিজয়ী হয় যে শুধু সঙ্কল্পে নয় বরং স্বপ্নেও তার সামনে মায়া আক্রমণ করেনা। সদা মায়াজিত অর্থাৎ সদা বাবার নিকটে সঙ্গে থাকে যে। কোনো শক্তি তাকে বাবার কাছ থেকে দূরে করতে পারবেনা ।

স্লোগান :- সদা নির্বিঘ্ন থাকা এবং সর্বকে নির্বিঘ্ন করাই হল যথার্থ সেবা।